২৩০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...JAN. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও লেখাপড়া ও চিকিৎসার গুণগত মান কমছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও লেখাপড়া ও চিকিৎসার গুণগত মান দিন দিন কমছে। এর মূল কারণ ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং যেখানে যত টাকাই দেয়া হোক যথাযথভাবে তা খরচ হচ্ছে কিনা তার উপযুক্ত তদারকির অভাব।

কাঠামোগত সমন্বয়নীতির অংশগ্রহণ মূলক নিরীক্ষা উদ্যোগ (স্যাপ্রি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় ও মানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে এটিই ছিল আলোচকদের কমন বক্তব্য। রবিবার প্রশিকা ভবনে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপের এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন স্যাপ্রি বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক ডঃ রেহমান সোবহান, সূচনা বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত বিভিন্ন এনজিওর কয়েকজন প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, শিক্ষক সংগঠনের নেতা, চিকিৎসক আলোচনায় অংশ নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাতাদের পরামর্শে সাধিত কাঠামোগত সমন্বয়নীতির প্রভাব সম্পর্কে সরকার বিশ্বব্যাংক এবং এনজিওসহ জনসাধারণের সমন্বয়ে যে নিরীক্ষা চলছে এ আলোচনা ছিল তারই অংশ।

ব্র্যাকের আরিফুল ইসলাম এবং ইউসেপ-এর ডঃ মাসুম অনুষ্ঠানে বলেন, শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী। ইউনিসেফ-এর শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা মীরা মিত্র বলেন, এখন সরকারই তা উপলব্ধি করছে। শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও মূল্যবোধ একেবারেই নেই, তাই জনবল, কাঠামোগত উন্নয়ন হলেও মান দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। এনজিও সিডিএস-এর কর্মকর্তা রফিক উদ্দিন আহমেদ এ জন্য মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাবকে দায়ী করেন। শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষা শামসে আরা হোসেন এবং নটরডেম কলেজের অধ্যাপিকা এ এন রাশেদা বলেন অন্য কথা। তাঁরা অভিযোগ করেন শিক্ষা খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য করা হয়ে থাকে যার বিরূপ প্রভাব পড়ে এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর অথচ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী। রাশেদা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে একজন কলেজ শিক্ষকের প্রারম্ভিক বেতন ৮ হাজার টাকা অথচ আমি ১৬ বছর চাকরি করে এখনও তার চেয়ে কম পাই। ফলে এ পেশায় কেউ আসতে চায় না। শামসে আরা বলেন, তিনি ৩৪ বছর চাকরি করেও ৮ হাজার টাকা বেতন পান না। প্রধান শিক্ষক নেত্রী হেনা দাস স্বীকারই করেননি শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতীয় আয়ের মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ এই বরাদ্দ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজ এবং বেসরকারী স্কুল-কলেজের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রচলিত জনবল কাঠামোতে ছাত্র-শিক্ষকদের যে অনুপাত নির্ধারিত আছে তাতে ভাল শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। উদয়ন স্কুলের শিক্ষিকা শিলা দাস বলেন, এই জনবল কাঠামোর কারণে আমরা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছি না। তবে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলেও স্বীকার করে তিনি জানান, উদয়ন স্কুলে বছরে ৩ বার বিজ্ঞাপন দিয়েও উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রশিকার কর্মকর্তা শাহাবুদ্দিন বলেন শিক্ষা খাতে বরাদ্দের বিরাট একটি অংশ চলে যাচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার মতো পশ্চাৎপদ শিক্ষা খাতে যার ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ডঃ কেরামত আলী বলেন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষকরা মানসম্মত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। আর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রচার কম থাকায় মৃত্যুর হার বাড়ছে।